100

বৌদ্ধকোষ

Encyclopaedia of Buddhism

তৃতীয় খণ্ড

পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০০-২০০১

সম্পাদকীয় নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে বৌদ্ধকোষ (Encyclopaedia of Buddhism) তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচীনতম ও ঐতিহ্য মণ্ডিত এই পালি বিভাগে মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী প্রমুখ বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত আচার্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করে যে সমস্ত গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত এবং সেজন্যই এই বিভাগ বিশেষ গৌরবের দাবী করতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগের সার্বিক উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁদের সহযোগিতায় ও অর্থানুকুল্যে অনেক পালি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুদিত হচ্ছে, নিয়মিত Journal of the Department of Pali প্রকাশিত হচ্ছে এবং বর্ত্তমান বৌদ্ধকোষ ও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান অধ্যাপকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হল। দ্রুত প্রকাশনার জন্য ভুল ত্রুটি মার্জনীয়।

পরিশেষে আমরা ভগবান বুদ্ধের বাণী স্মরণ করি —

অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মাঘী পূর্ণিমা
২০০১

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে
বেলা ভট্টাচার্য
কার্যকরী সম্পাদিকা

১ ককচূপম সুত্ত

ককচূপম সুত্ত বা ককচোপম সূত্র পালি মজ্‌ঝিম-নিকায়ের একবিংশতম সূত্র। ইহা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থানকালে মৌলী ফাল্‌গুনের (পালি-মোলিয়ো ফগ্গুনো) নিকট দেশনা করেছিলেন। সূত্রের 'ককচোপম' নামকরণ বুদ্ধ নিজেই করেছেন সূত্রের শেষের দিকে ককচ-এর উপমা থেকে।

ককচোপমের প্রধান আলোচ্য বিষয় কিভাবে সহিষ্ণুতা অর্জন করে বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুগণ সর্বভূতের হিতানুকম্পী হয়ে মেত্রী চিত্তে অবস্থান করবেন। সেই সময় ভিক্ষু মৌলী ফাল্‌গুন অতিমাত্রায় ভিক্ষুণীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। যদি কোন ভিক্ষু তাঁর সামনে ভিক্ষুণীদের সম্পর্কে অখ্যাতি বা নিন্দাসূচক উক্তি করতেন তাতে তিনি কুপিত ও অপ্রসন্ন হতেন আবার ভিক্ষুণীরাও তাঁর নিন্দা শুনলে তদ্রূপ রাগ করতেন। বুদ্ধ এই সংবাদ শুনে মৌলী ফাল্‌গুনকে ডাকলেন এবং তিরস্কার করে উপদেশ দিয়ে বললেন যে শ্রদ্ধাবশতঃ অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে ইহা সমীচীন নয় যে তুমি ভিক্ষুণীদের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ট হয়ে অবস্থান করবে। কেউ যদি তোমার সামনে ভিক্ষুণীদের নিন্দা করে তথাপি তুমি গৃহীজনোচিত ইচ্ছা বা চিন্তা ত্যাগ করবে বা কোন পাপবাক্য উচ্চারণ করবে না, এমনকি পাণি বা দণ্ড দ্বারা কোন ভিক্ষুণীকে প্রহার করলেও সহিষ্ণুতা সহকারে নিজেকে সংযত রাখবে এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে মৈত্রী চিত্তে বিদ্বেষহীনভাবে অবস্থান করবে এবং তোমার নিন্দা করলে বা তোমাকে আঘাত করলে তুমি একই আচরণ করবে।

অতঃপর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন যে তাঁর ভিক্ষু শিষ্যগণ যাঁরা চিত্ত-সংযম সাধনা করছিলেন তাঁদের তিনি বলেছেন একাসন ভোজন অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পূর্বে ভোজন করতে তাহলে সুস্থ, নিরাতঙ্ক ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবেন এবং এজন্য তাঁকে কোন অনুশাসন প্রদান করতে হয়নি, শুধু তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করে দিয়েছেন মাত্র। উপস্থিত ভিক্ষুদের ও অকুশলধর্ম ত্যাগ করে কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন, তা করলেই তাঁরা এই ধর্ম বিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে পারবেন। যেমন, কোন গ্রাম বা নিগমের নিকটে কোন বড় শালবন যদি শালদূষক এরণ্ডবৃক্ষ দ্বারা আবৃত হয়, আর কোন হিতকামী শক্তিমান পুরুষ সমস্ত জঙ্গল আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করেন, যে সমস্ত শাল গাছ ঋজু ও সুজাত তাদের সম্যক্‌ভাবে প্রতিপালন করেন, ফলে ঐ শাল বন বৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে।

কায়ে, বাক্যে ও মনে ভিক্ষুদের সদাচরণের জন্য বুদ্ধ কয়েকটি উপমা প্রয়োগ করে উপদেশ দিয়েছেন। পূর্বকালে শ্রাবস্তীতে বৈদেহিকা (পালি বেদেহিকা) নাম্নী এক বিশিষ্টা গৃহিণী ছিলেন। তাঁর সুব্রতা, ভদ্রস্বভাবা এবং শান্তশীলা বলে খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। কালী নামে তাঁর এক দক্ষা, অনলসা ও কুশলকর্মা দাসী ছিল। কালী ভাবল, 'আর্য্যপত্নীর এইরূপ সুযশ হয়েছে। সে কি তিনি স্বভাবত শান্ত বলে কুপিত হন না অথবা আমার কাজকর্ম দেখেই স্বভাবে অশান্ত হওয়া সত্বেও তিনি শান্ত থাকেন এবং কোন কোপ প্রকাশ করেন না? যা হোক, আমি তাঁকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখব।' অত:পর কালী একদিন সূর্যোদয়ের পর, ঘুম থেকে উঠল। গৃহিণী কুপিতা হয়ে তাকে বললেন—কিলো আজ এত দেরীতে উঠিলি। 'এত মা তেমন কিছু নয়।' "পাপিষ্ঠা,